গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভা গঠনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াঃ-

গ্রাম সংসদ-

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রে একটি গ্রাম সংসদ থাকিবে যাঁহাদের নাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার জন্য ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐরূপ নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট, তৎসময়ে বলবৎ, যে নির্বাচক তালিকা থাকে তাহার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রত্যেক ভোটার এই গ্রাম সংসদের সদস্য।

(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রতিটি গ্রাম সংসদের জন্য ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে সেই তারিখে ও সময়ে, একটি বাৎসরিক ও একটি অর্ধ-বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত করিবেঃ

তবে, প্রত্যেক বৎসর, গ্রাম সংসদের বাৎসরিক সভা সাধারণত মে মাসে এবং গ্রাম সংসদের অর্ধ-বাৎসরিক সভা সাধারনত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

পরন্ত, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত, অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে বা রাজ্য সরকার, আদেশ দ্বারা সেরূপে নির্দেশ দিলে, গ্রাম সংসদের বাৎসরিক ও অর্ধ-বাৎসরিক সভার অতিরিক্ত বিশেষ সভাও অনুষ্ঠিত করিতে পারিবে।

(৩) গ্রাম সংসদের সভা করার দয়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের । গ্রাম পঞ্চায়েত্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান গ্রাম সংসদের সভার নোটিস দিবেন। সভা অনুষ্ঠিত করার তারিখের অন্তত সাতদিন পূর্বে, যত বিস্তৃতভাবে সম্ভব ঢাঁরা পিটাইয়া এবং মাইকের মাধ্যমে ঐ সভার আলোচ্যবিষয়, স্থান, তারিখ ও সময় ঘোষনাক্রমে ঐরূপ সভার সার্বজনিক নোটিস দিবে। ঐরূপ সভার নোটিস ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়েও টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সভায় প্রধান এবং তাঁহার অভাবে উপ-প্রধান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের অভাবে ঐ গ্রাম সভা যে নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত সেই নির্বাচনক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত, ক্ষেত্রানুযায়ী সদস্য বা সদস্যগনের কেহ একজন অথবা, ঐরূপ সদস্য বা সদস্যগনের অভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোন সদস্য ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেনঃ তবে, যেক্ষেত্রে ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে দুইজন সদস্য নির্বাচিত হন, সেক্ষেত্রে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিতে যে সদস্য বয়সে বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহার অগ্রাধিকার থাকিবে।

পরন্তু, ঐ নির্বাচনক্ষেত্র হইতে নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্য গ্রাম সংসদের প্রতিটি সভায় হাজির থাকিবেন।

(৪ক) গ্রাম সংসদের কোন সভার কোরাম সর্বমোট সদস্যসংখ্যার এক-দশমাংশ দ্বারা গঠিত হইবেঃ কোরাম না হলে ঐ সভা মুলতবী বলে গন্য হবে।

ঐ মুলত বী সভা সাতদিন পর ঐ একই সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত করিতে হইবে এবং মুলতবী সভা কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত ৫ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যিক।

(৫) গ্রামসভার সদস্যগণের বাৎসরিক ও অর্ধ-বাৎসরিক সভায় হাজিরা থাকা এবং ঐরূপ সভাগুলির সকল কার্যবাহ, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতিত্বকারী সদস্য কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরূপ আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক অথবা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকগন ও কর্মচারিগনের অভাবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরূপ সদস্য কর্তৃক অভিলিখিত হইবে। ঐরূপ কার্যবাহসমূহ ঐ সভা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং সভাপতিত্বকারী সদস্য ইহার পর উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) প্রধান মহোদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় স্থির করবেন তাঁর এলাকার গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে আলোচ্য বিষয়গুলি কি হবে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে থাকবে-

ক) বৎসরের কাজের বিবরণ ও পরবর্তী বৎসরের কাজের প্রস্তাব।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের এই বৎসরের অনুপূরক বাজেট (প্রয়োজন বিধায় প্রস্তুত হয়ে থাকলে) এবং পরবর্তী বৎসরের খসড়া বাজেট।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র নিরীক্ষার সর্বশেষ প্রতিবেদন।

(ঘ) বিভিন্ন কর্মসূচীতে সম্পাদন যোগ্য প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা ও বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্য উপভোক্তা অগ্রাধিকার তালিকা (পূর্বে নির্দিষ্ট অসম্পূর্ণ অগ্রাধিকার তালিকা আগের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হলে নতুন তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই, তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষনা করলেই যথেষ্ট হবে যদি না বিশেষ পরিবর্তিত অবস্থার তালিকা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়)।

(ঙ) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় বাড়তি পরিবারকে ঐ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কারার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। ঐ পরিবারগুলির তালিকা

এই গ্রাম সংসদ অধিবেশনেই তৈরী করতে হবে। ইতিপূর্বেই না হয়ে থাকলে বিশেষভাবে অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনা এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় উপভোক্তাদের নির্বাচন অবশ্যই চূড়ান্ত করতে হবে।

(চ) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে মিডডে মিল সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

(ছ) উপরিউক্ত বিষয় সমূহ ছাড়াও যে কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে হবে সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধানঃ

১) দারিদ্রদুরীকরণ কর্মসুচীর সুষ্ঠ রূপায়ান।

২) জনস্বাস্থ্য- টিকাকরণ, অপুষ্টি রোধ করা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান, পানীয় জল সরবরাহ, নিরাপদ মাতৃত্ব, পরিবার কল্যাণ, জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশন।

৩) সকলের জন্য শিক্ষা, শিশু শিক্ষা কর্মসূচী, স্বাক্ষরোত্তর কার্যকলাপ, সর্বশিক্ষা অভিযান।

৪) পঞ্চায়েতের আয় বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার।

৫) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের প্রাথমিক আলোচনা এবং প্রস্তুতি।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ তদারক কারার জন্য সংসদ ভিত্তিক একটি করে কমিটি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছুটা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য- তা নিজস্ব আয়ের উৎসগুলিকে যতদুর সম্ভব কাজে লাগানো প্রয়োজনঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়ের মূল উৎস হল বাড়ী ও জমির উপর কর আদায়। যেহেতু কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যারা কর প্রদান করেন নি তাদের দৃষ্টিতে বিষয়টি আনা প্রয়োজন, সেই জন্য গ্রাম সংসদ সভা সেই সংসদ এলাকা যারা বাড়ি ও জমির উপর আরোপিত কর পূর্ববর্তী তিন বছরে দেন নি, তাদের নামের তালিকা পড়ে শোনাতে হবে এবং অনুরোধ জানাতে হবে তারা যেন যথাসত্বর সম্ভব কর প্রদান করেন।

(৭) যদি কোন পঞ্চায়েত তার নিয়ন্ত্রনের কোন প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সময়সীমার মধ্যে এক বা একাধিক গ্রাম সংসদ সভা করতে অপারগ হয় তাহলে সেই গ্রাম পঞ্চয়েত অপারগতার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে তার

সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে উক্ত সময়সীমার অব্যবহিত পরে যতশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিককে অবহিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করে সভাগুলির অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করবে।

(৮) এতদ্বারা আরও জানান হল যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত যদি এক বা একাধিক গ্রাম সংসদের সভা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার জন্য দায়ী এক বা একাধিক সদস্য বা পদাধিকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

–(০)–

গ্রাম সভাঃ-

(১) প্রত্যেক গ্রামে ঐ গ্রামের অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্বাচক তালিকায় রেজিস্ট্রিভুক্ত ব্যক্তিগনকে লইয়া একটি গ্রাম সভা থাকিবে অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যেক ভোটার গ্রাম সভার সদস্য।

(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম সংসদের বাৎসরিক সভা সমাপ্ত হইবার পর, গ্রামের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রত্যেক বৎসর সাধারণত ডিসেম্বর মাসে, গ্রাম সভার বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত করিবে।

(৩) গ্রাম সভার কোন সভার কোরাম সর্বমোট সদস্যসংখ্যার একের-কুড়ি অংশ দ্বারা গঠিত হইবেঃ
তবে, কোন মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোরাম আবশ্যক হইবে না এবং ঐ মুলতবী সভা সাতদিন পর একই সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৪) গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) উপধারায় উল্লিখিত সভা অনুষ্ঠিত করার তারিখের অন্তত সাতদিন পূর্বে, যত বিস্তৃতভাবে সম্ভব ঢ্যাঁরা পিটাইয়া ঐ সভার আলোচ্যবিষয়, স্থান, তারিখ ও সময় ঘোষনা ক্রমে ঐরূপ সভার সার্বজনিক নোটিস দিবে। ঐরূপ সভার নোটিস ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়েও টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। কোন মুলতবী সভার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রচার করিতে হইবে।

(৫) গ্রাম সভার সভায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, এবং তাঁহার অভাবে উপ-প্রধান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) কোন গ্রাম সভার সমক্ষে আগত সকল প্রশ্ন আলোচিত হইবে এবং উহাতে উত্থাপিত বিষয়বিন্দু গ্রাম পঞ্চায়েত নিকট উহার বিবেচনা জন্য প্রেরিত হইবে।

(৭) গ্রাম সভা ১৬ক ধারার (৬) উপধারা ও ১৭ক ধারায় উল্লিখিত যেকোন বিষয়ের উপর বিচার-বিবেচনা করিবে, সুপারিশ করিবে এবং প্রস্তাব গ্রহন করিবে ঃ

তবে, কোন গ্রাম সংসদ কর্তৃক ১৬ক ধারার (৬) উপধারার (গ) প্রকরন অনুযায়ী কোন হিতভোগী কমিটি গঠিতকরণ সম্পর্কে গ্রাম সভায় প্রশ্ন করা যাইবে না।

(৮) গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম সংসদের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা ও একত্র করিবার পর, গ্রাম সভার সমক্ষে গ্রাম সংসদের ঐ প্রস্তাবগুলি এবং গ্রাম সভা কর্তৃক চিন্তা ভাবনার ও সুপারিশের জন্য, এতদুপর গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামতসমূহ ও সৎসহ যে ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে বা লওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে স্বীয় প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৯) গ্রাম সভার সভাসমূহের কার্যবাহসমূহ সভাপতিত্বকারী সদস্য কর্তৃক এতৎপক্ষে যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকগণ ও কর্মচারীগণের অভাবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরূপ সদস্য কর্তৃক অভিলিখিত হইবে। ঐরূপ কার্যবাহসমূহ ঐ সভা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং সভাপতিত্বকারী সদস্য ইহার পর উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(১০) গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বিবেচনা-

১) গ্রাম সংসদ গুলির এবং গ্রাম সভার সিদ্ধান্তগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এই সব বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে সেইগুলি ১৮ নং ধারায় যে রিপোর্ট তৈরী করা হবে তাতে উল্লেখ থাকতে হবে।

২) গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার মিটিংয়ে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা না হলে বা মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত গ্রামপঞ্চায়েত বিবেচনা না করলে, তাকে অডিট রিপোর্টে গুরুতর অনিয়ম ঘটানো হয়েছে বলে গন্য করা হবে।

গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভা না করার ফলাফল-

গ্রাম পঞ্চায়েত যদি গ্রাম সংসদগুলির ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক সভা না কারেন এবং তার জন্য যদি প্রধান বা উপপ্রধান দায়ী হন, তাহলে রাজ্য সরকার ২১৩ নং ধারা মতে প্রধান বা উপ প্রধানকে তাঁদের পদ থেকে অপসারন করতে পারেন। যদি সভা না করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত দায়ীহন, তাহলে রাজ্য সরকার ২১৪ ধারা মতে গ্রাম পঞ্চয়েত কে বাতিল করাতে পারেন।